যে দুআয় আরশ কাঁপে

আইনুল হক কাসিমী

রাইয়ান প্রকাশন

উৎসর্গ

আদরের ছোটবোনকে...

দুআ কবুলের একগুচ্ছ বাস্তব গল্প নিয়ে বই লিখছি—এ কথাটা তাকে কয়েক বছর আগেই বলেছিলাম। তখন সে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু বইটি প্রকাশ করতে বিলম্ব হতে দেখে সে প্রায়ই জিজ্ঞেস করত—ভাই! দুআর গল্পের বইটি লিখবেন না?

আমাদের ঘরে সে দুআর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ রাখে। কোনো বই-পত্রে, ওয়াজ-নসিহতে, ইউটিউবের মোটিভেশনাল বয়ানে একটি দুআ পেলেই হলো; তৎক্ষণাৎ সেটি তার খাতায় লিখে রাখবে। এ যাবৎ দুআর কয়েকটা ডায়েরি হয়ে গেছে তার!

সূচিপত্র

কেন এই গ্রন্থনা? ৯

চিলেকোঠার সেই যুবক ১২

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর সেল ১৯

স্ত্রীর অপারেশনের খরচ ২৩

রোগীর কুটিরে ডাক্তার ৩১

ভেঙে গেল মেরুদণ্ড ৩৪

আল্লাহর ঘরের মেহমান ৩৮

আমি পাথর না ৪০

শেষ প্রহরের ডাক ৪২

মিসর-সৌদির কানেকশন ৪৫

রবের সাথে সম্পর্ক ৪৮

ক্যান্সার সেরে গেল ৫৩

লোহার একটি টুকরো ৫৫

প্রস্ফুটিত তিন পুষ্পকলি ৫৮

রাত দুইটায় আসবে ৬১

দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো ৬৪

সেজদায় দুআ করলাম ৬৬

হালাল জবের সন্ধানে ৬৯

স্পোর্টস কারের যুবকদ্বয় ৭২
মায়ের দুআর কারিশমা ৭৪
হেঁটেই গেলেন মসজিদে..... ৭৭
পাবলিক টেলিফোনের রিং..... ৭৯
দুআ যখন রুকইয়া..... ৮২
তিনি ফিরে এলেন ৮৪
রিয়াদের গভর্নরের অতিথি..... ৮৭
আইবুড়ো মেয়ের কান্না ৯০
বাসামাহর বদলে নূরা..... ৯২
কুরআনি চিকিৎসার গল্প..... ৯৫
গোশত এলো কোত্থেকে?..... ৯৭
দ্বিতীয় সন্তানের জননী ১০০
আগের রিপোর্ট ভুল ১০৩
ঐশী পাখির আগমন..... ১০৫
বদদুআর ডাইরেক্ট একশন ১০৬
কোমা থেকে পুনর্জীবন ১১১
বাবার সন্তুষ্টির জন্য ১১৬
ব্রেস্ট টিউমারের উপশম..... ১২১
সিংহের খাঁচার ভেতরে ১২৩
বন্ধ্যা নারী গর্ভবতী ১২৬

নবজাতক শিশুর অপারেশন ১২৯
সুমুদ্রের অথৈ জলরাশিতে ১৩১
কাতারের দোহা এয়ারপোর্টে ১৩৩
হারামাইনে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ১৩৬
মালিকরে ডাকিতে পারলে ১৩৯
মায়ের দুআর বরকত ১৪১
এলার্জির অলৌকিক মলম ১৪৪
মরুভূমিতে হারানো চাবি ১৪৮
স্বপ্নের সেই রাজপুত্র ১৫০
গায়েবি চাবির সন্ধান ১৫২
কাঙ্ক্ষিত বরের প্রস্তাব ১৫৫
একটি সুন্দর পরিসমাপ্তি ১৫৯
মক্কায় মৃত্যুর তামান্না ১৬১
পরিশিষ্ট ১৭৩
দুআ কবুলের শর্ত ১৭৩
মাকবুল দুআর হাদিস ১৮৪
মাকবুল দুআর সময় ১৮৮

কেন এই গ্রন্থনা?

মানুষের জীবন বড় অদ্ভুত।

এখানে বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত, রোগ-বালাই, সমস্যা-সংকট স্বাভাবিক। মানুষ বলতেই জীবনে কোনো না কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তবে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে, সবকিছু যেহেতু আল্লাহর তরফ থেকেই হয়, সেহেতু সমস্যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে। আর যে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে সমস্যার সম্মুখীন করেন, তিনি বান্দার সেই সমস্যার সমাধানও বাতলিয়ে দিয়েছেন।

যেকোনো বিপদে-আপদে পড়লে বা সমস্যায় আক্রান্ত হলে প্রথমত ধৈর্য ধরতে হয়। দ্বিতীয়ত কায়মনোবাক্যে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হতে হয়—এটা কুরআন ও সুন্নাহর দিকনির্দেশনা। আমরা অনেকেই এটা জানি। তবুও কেন জানি বস্তুজগতের প্রতি আমাদের নির্ভরতা এতটাই বেশি যে, বিপদে বা সমস্যায় পড়লে শুরুতেই আমাদের প্রথম মনোযোগটা দুনিয়াবি উপায়-উপকরণের দিকে হয়ে যায়!

আমি-আপনি যখন দুনিয়াবি কোনো উপায়ে সেটা দূরীভূত করার চেষ্টায় দৌড়ঝাঁপ করতে থাকি, তখন আমার-আপনার চারপাশে আল্লাহর এমনও কিছু বান্দা-বান্দি আছেন, যারা আমাদের মতো প্রথমেই দুনিয়াবি চেষ্টা-তদবিরের দিকে দৌড়ঝাঁপ না করে; বরং সব সমস্যার সমাধানকারী মহান আল্লাহর কাছে অশ্রু বিসর্জন করে ঠিকই সমস্যার সমাধান করে নিয়েছেন বা নিচ্ছেন!

জি, আমি দুআর কথাই বলতে চাচ্ছি। হাদিসে বলা হয়েছে, **"দুআ হলো মুমিনের অস্ত্র।"**[১] এই অস্ত্র দিয়ে চাইলেই মুমিন অনেক কিছুই করতে পারে; সমস্যা দূরীভূত করতে পারে, মনের আশা পূরণ করে নিতে পারে। তবে শর্ত হলো—এই অস্ত্র ব্যবহারের সঠিক নিয়ম জানতে হবে। অস্ত্র যেভাবে

১. মুস্তাদরাক হাকিম, হাদিস নং: ১৮৫৫, ইমাম হাকিম নিশাপুরি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে শিকার করা যায় না, দুআর ক্ষেত্রেও শর্ত পূরণ না করলে কবুল হয় না। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন :

"দুআ ও জিকির অস্ত্রের মতো। অস্ত্রের কার্যকারিতা শুধু ধারালো হওয়ার ওপর নয়; বরং ব্যবহারকারীর দক্ষতার ওপরও নির্ভর করে। তাই যখন অস্ত্র সম্পূর্ণ সঠিক হয়, কোনো ত্রুটি থাকে না, ব্যবহারের হাত শক্তিশালী হয় এবং কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে—তখন তা শত্রুর ওপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু এ তিনটির যেকোনো একটি না থাকলে প্রভাবও কমে যাবে। সুতরাং যদি দুআটাই সঠিক না হয়, অথবা দুআরত ব্যক্তি তার অন্তর ও জিহ্বার সমন্বয় না করে দুআ করে, অথবা দুআ কবুল হওয়ার পথে কোনো বাধা থাকে, তাহলে এর কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না।"[১]

এজন্য বইয়ের শেষে পরিশিষ্টে দুআ কবুলের কিছু শর্ত উল্লেখ করে দেবো। পাশাপাশি মাকবুল দুআর কিছু হাদিস এবং মাকবুল দুআর সময়-সংক্রান্ত আরও কিছু হাদিসও উল্লেখ করে শেষ করব ইনশাআল্লাহ।

এবারে মূল কথাটাই বলি—তাফসির, হাদিস, আত্মশুদ্ধি ও ইতিহাসের কিতাবে দুআ কবুলের অসংখ্য বাস্তব গল্প পাওয়া যায়। ওসব পড়ার পর আমাদের কেন জানি মনে উদ্রেক হয়—ওই যুগ আমাদের যুগের চেয়ে ভালো ছিল; ওই যুগের লোকেরাও আমাদের চেয়ে আল্লাহর অনেক বেশি প্রিয় ছিলেন, তাই সহজেই তাদের দুআ কবুল হয়ে যেত, কিন্তু ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির এই যুগে আমাদের আমল ও একিনের অবস্থা খুবই খারাপ; বিধায় আমাদের দুআ কবুল হবে না! আমরা অনেকেই এই হীনমন্যতায় ভুগছি! অথচ, ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও এমন নয়!

তাই বক্ষ্যমাণ বইয়ে আমি শুধু সামসময়িককালের এবং নিকট অতীতে দেশ-বিদেশের দুআ কবুলের কিছু বাস্তব গল্প তুলে ধরেছি, যাতে এটাই বোঝাতে পারি—প্রযুক্তির এই যুগে যে পৃথিবীর আলো-বাতাস গ্রহণ করে আমি-আপনি বেঁচে আছি, সেই একই যুগে এবং একই পৃথিবীতেই যদি আরও কিছু লোক

১. আল-জাওয়াবুল কাফি, পৃষ্ঠা : ১৫, দারুল মারিফাহ।

আল্লাহকে বলে-কয়ে তার সমস্যা সমাধান করে নিতে পারে, তাহলে আমি-আপনিও পারব না কেন?!

বান্দা যদি আল্লাহর কাছে চোখের পানি বিসর্জন দিয়ে কিছু বলে, তাহলে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে—এ মর্মে একটি যঈফ হাদিস বর্ণিত আছে। হাদিসটি যঈফ হলেও লোকমুখে এটি প্রসিদ্ধ। কারও দুআ কবুল হতে দেখলে লোকে বলে—অমুকের দুআয় আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠেছে! আর এজন্যই আমি বইয়ের নাম চয়নে এ কথাটি চয়ন করেছি। বস্তুত আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠার দ্বারা দুআ কবুল হওয়াই উদ্দেশ্য।

লোকমুখে একটা কথা প্রসিদ্ধ আছে, 'ডাকার মতো ডাকলে খোদায় কেমনে শোনে না!' জি, কথাটা বাস্তব। আল্লাহকে ডাকার মতো ডাকলে আল্লাহ শোনেন। অভিজ্ঞতা এটাই বলে। তাই আসুন, যেকোনো বিপদে প্রথমেই আমরা আল্লাহকে ডাকি। পাশাপাশি দুনিয়াবি উপায় ও উপকরণ অবলম্বনের চেষ্টা করি। যদি এরকম করতে পারি, তবেই আমার বইটি লেখা সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

আইনুল হক কাসিমী
ainulhaqueqasimi@gmail.com
২৯—৮—২০২৫

স্ত্রীর অপারেশনের খরচ

শাইখ মুহাম্মাদ সাওয়ি।

তিনি মিসরের একজন আলিম, দায়ি। বয়ান করতে যাবেন মিসরের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর আসওয়ানে। তাঁর ফ্লাইট ছিল ভোর ৫:৩০ কায়রো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে। কিন্তু তিনি বসবাস করেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। এখন তিনি যদি আলেকজান্দ্রিয়ায় ফজরের সালাত আদায় করে বের হন, তাহলে যথাসময়ে পৌঁছাতে পারবেন না। তাই ভেবেচিন্তে তিনি কায়রো এয়ারপোর্টের নিকটস্থ একটি মসজিদের ইমাম সাহেবকে অনুরোধ করলেন, যেন মসজিদের মূল দরজাটি খুলে রাখেন।

ইমাম সাহেব জানতে চাইলেন সবকিছু ঠিক আছে কি না? উত্তরে শাইখ সাওয়ি জানালেন, 'হ্যাঁ, সবকিছু ঠিকঠাক আছে। ভোর সাড়ে পাঁচটায় আমার ফ্লাইট, রাত ২-৩ টার দিকে আমি মসজিদে আসতে চাই। ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে, ফজর নামাজ জামাতে আদায় করে এয়ারপোর্ট যাব। তাহলে, ফজরের সালাত বা ফ্লাইট—কোনোটিই মিস হবে না ইনশাআল্লাহ।'

ইমাম সাহেব শাইখের এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন।

রাত ১০ টা। শাইখ মুহাম্মাদ সাওয়ি কায়রোর উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। রাত ২টায় তিনি এয়ারপোর্টের নিকটস্থ ওই মসজিদে পৌঁছে গেলেন। কথামতো মসজিদের সদর দরজা খোলা এবং সবগুলো বাতি জ্বালানো দেখতে পেলেন। মসজিদে প্রবেশ করেই তিনি মিহরাবের কাছে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখলেন। লোকটা সিজদায় কাঁদছেন, মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছেন আর বলছেন,

"হে আমার রব! আমি আর নিতে পারছি না, আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া। তুমি ব্যতীত কার কাছে যাব আমি?"

শাইখ সাওয়ি লোকটির কথা শুনে বুঝতে পারলেন—বেচারা কোনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন না; বরং তার ভীষণ প্রয়োজনীয় কিছু মহান আল্লাহর কাছে চেয়েছেন, আর সেজন্যই সিজদায় পড়ে কেঁদে কাকুতিমিনতি করছেন।

শাইখ সাওয়ি লোকটির সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। একসময় সালাত শেষ হলো। তিনি লোকটিকে সালাম দিলেন। এগিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে তার কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনার কী হয়েছে, সেটা বলা যাবে কী? আপনার দুআ আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।' সিজদায় পড়ে কান্নার কারণ এবং কীসের জন্য এত অনুনয়-বিনয় করে মহান রবের দুয়ারে হাত তুলেছেন—সেটা জানতে চাওয়ার খুবই আগ্রহ প্রকাশ করলেন শাইখ।

লোকটি শাইখের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকাতে লাগলেন। বেচারা কী বলবেন—ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। সাতপাঁচ ভেবে একসময় বলতে লাগলেন, 'আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ। কাল সকাল ৯টায় অপারেশন হবে। হসপিটালের বকেয়া বিল ও অপারেশন বাবদ ১৫,৪০০ পাউন্ড ভীষণ প্রয়োজন। অথচ আমার কাছে এর কিছুই নেই!'

লোকটির মনের অবস্থা আঁচ করতে পারলেন শাইখ সাওয়ি। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আপনাকে অর্থ সাহায্য করার মতো অবস্থা আমার নেই; তবে আপনাকে আমি এতটুকু সুসংবাদ দিতে পারি যে, প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের জানিয়েছেন, মহান আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। আল্লাহর কাছে যে চায়, তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন না।'

শাইখ লোকটিকে তার দুআর আমল চালিয়ে যেতে বললেন। কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দরবারে কাঁদতে বললেন। কারণ, মহান আল্লাহ বান্দার দুআ শোনেন। এরপর শাইখ বিতর নামাজ আদায় করে ঘুমাতে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর মুয়াজ্জিন এলেন আজান দিতে। শাইখকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়ে আজান দিলেন। তারা সুন্নাত নামাজ আদায় করলেন। ইমাম সাহেব শাইখকে ফজরের সালাতের ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করলে তিনি জানালেন যে, তিনি সফরের কারণে খুবই ক্লান্ত। কিন্তু ইমাম সাহেব তো নাছোড়বান্দা। কী আর করা; শাইখ সাওয়ি রাজি হলেন ইমামতি করার জন্য। যথাসময়ে নামাজ শেষ হলো।

হঠাৎ দ্বিতীয় কাতার থেকে এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে এলেন। ইনি ওই এলাকার সবচেয়ে ধনী লোক। তার পোশাক-পরিচ্ছদে বড়োলোকি ছাপ স্পষ্ট। তিনি শাইখকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, 'শাইখ, টেলিভিশনে আপনার বক্তব্য আমি নিয়মিত শুনি। সম্প্রতি এই মসজিদের ওপর আমি একটি ফ্ল্যাট কিনেছি। আপনার কণ্ঠস্বর শুনে তো আমি বিস্মিত! তাই নিশ্চিত হওয়ার

জন্য আপনাকে এক নজর দেখতে এসেছি। আমি প্লাস্টিকের একটি কারখানার মালিক। আল্লাহর রহমতে সেটার একটা নতুন আউটলেটও উদ্বোধন করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ আমাকে অনেক সম্পদের মালিক বানিয়েছেন। আমার ১৫,৪০০ পাউন্ড জাকাত জমা হয়ে আছে। এগুলো বিতরণ করতে হবে। শাইখ, আমি আপনার কাছে পরামর্শ চাই—কীভাবে এগুলো বিতরণ করা যায়?'

শাইখ সাওয়ির চক্ষু যেন বিস্ফারিত! মহামহিম আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তাঁর শরীরের প্রতিটি লোমকূপ দাঁড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণ তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে রইলেন। ওদিকে শাইখের সাইলেন্ট মোডের সবিশেষ কোনো কারণ বুঝতে পারছিলেন না ওই ধনকুবের ভদ্রলোক! শেষ পর্যন্ত শাইখ নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না; তিনি রীতিমতো কেঁদে ফেললেন। মসজিদের মুসল্লিরা অবাক হয়ে শাইখের দিকে তাকাচ্ছে আর ভাবছে—শাইখ কাঁদছেন কেন!

শাইখ মনে মনে বলে উঠলেন "সুবহানাল্লাহ" আর ভাবলেন, এই ধনী ব্যক্তিটি জানেও না যে, তার বাড়ির নিচেই মসজিদে এক দরিদ্র লোক ঠিক এই এমাউন্টের টাকার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছে!

শাইখ লোকটিকে চারপাশে খুঁজতে লাগলেন। তাকে দেখামাত্র সামনের কাতারে আসতে বললেন। লোকটি তার ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলো। তার চোখ তখনও অশ্রুসিক্ত। রক্তজবার মতো লাল হয়ে আছে কান্নার কারণে। শাইখ দরিদ্র লোকটিকে ধনী ব্যক্তির সামনেই প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কেন সারাটা রাত কেঁদেছিলেন?' লোকটি বলল, 'শাইখ আমি তো আপনাকে বলেছি—আমার স্ত্রীর আজ সকাল ৯টায় অপারেশন। হসপিটালের বিল ও সার্জারি বাবদ ১৫,৪০০ পাউন্ড আমার খুবই জরুরত। কিন্তু আমি হতদরিদ্র। এত টাকা আমি কীভাবে পাব!'

লোকটার কথা শোনামাত্র ধনকুবের ব্যক্তিটি কেঁদে ফেলল। তিনি মহান আল্লাহর কাছে বারবার শুকরিয়া জানাতে লাগলেন। আবেগের আতিশয্যে তিনি গরিব লোকটাকে বুকের সাথে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন।

পরে নিজেকে সামলে নিয়ে ধনী ব্যক্তি শাইখকে বললেন, 'শাইখ! এক সপ্তাহ আগে যাকাতের এই টাকা আমি আলমারিতে রেখেছিলাম। আমার স্ত্রী প্রায় প্রতিদিন আমাকে এই টাকাটা বিতরণ করে দিতে বলতেন, যেহেতু এটা আল্লাহর হক। প্রত্যুত্তরে আমি বলতাম, একটু ধৈর্য ধরো। আশা করছি এমন

কাউকে শীঘ্রই পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ—যার ভীষণ দরকার এই টাকাটা। আজ এখানে ৫০০ পাউন্ড, কাল ওখানে ১০০০ পাউন্ড—এইভাবে ভেঙে ভেঙে টাকাটা না দিয়ে আমি আসলে এমন কাউকে খুঁজছি, এই টাকাটা একত্রে পেলে যার অনেক উপকার হবে। কারও দুশ্চিন্তা, পেরেশানি আমি যদি আজ এতটুকু দূর করতে পারি, তাহলে কাল কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ হয়তো আমার কষ্ট ও পেরেশানি দূর করে দেবেন।'

দেরি না করে ধনকুবের লোকটি যাকাতের টাকাটা তার আলমারি থেকে নিয়ে এলেন এবং দরিদ্র লোকটিকে তার স্ত্রীর অপারেশনের জন্য দিয়ে দিলেন। দরিদ্র লোকটির পক্ষে অল্প সময়ে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাবলি বিশ্বাস করা খুব কঠিন হয়ে পড়ল। বেচারা যেন নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। কিছুক্ষণের জন্য তার আশপাশ বেমালুম ভুলে গেল! ঘটনার আকস্মিকতায় তৎক্ষণাৎ সে মহান আল্লাহর দিকে রুজু করে কান্নাভেজা কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা জানালো, 'হে আমার প্রভু! আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি অনেক ভালোবাসি তোমাকে।'

শাইখ সাওয়ি বলেন, 'আল্লাহু আকবর! আমরা কি দেখতে পাই মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের ফল? মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেছেন,

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۫
وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝١٦ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ
قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٧

"তারা (গভীর রাতে) শয্যা ত্যাগ করে তাদের রবকে ডাকে ভয় ও আশা নিয়ে এবং আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দান করেছি, তা হতে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না—তার জন্য তার কৃতকর্মের নয়ন প্রীতিকর কী পুরস্কার রক্ষিত আছে।"[১]

১. সুরা সিজদাহ : ১৬ ও ১৭।

আমি পাথর না

মিসরের রাজধানী কায়রো।

সেখানে একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের লোক আমার সাথে দেখা করলেন। তার সাথে দেখতে ফুটফুটে সুন্দর এক কন্যা ছিল। বেচারা কন্যাকে এতটাই ভালোবাসেন যে, আমার সামনেই মেয়েকে আদর করছেন! আহ্লাদি আচরণ করছেন! চুমো খাচ্ছেন! মেয়ের প্রতি তার এত ভালোবাসা দেখে আমি বললাম,

: আপনার মেয়ে?

: জি, শাইখ! সে আমার মেয়ে।

: মাশাআল্লাহ।

: শাইখ! আপনি জানেন না, বিয়ের ২৫ বছর পর আল্লাহ আমাকে এই কন্যা দান করেছেন!

: সুবহানাল্লাহ! ভাই, আপনি কতই-না ধৈর্যশীল! আচ্ছা, এই লম্বা সময়ে আপনি সন্তান পাওয়ার জন্য কিছু করেননি? মানুষ তো কতকিছুই করে!

: আল্লাহর কসম, শাইখ! কত ডাক্তারের কাছে গিয়েছি, সেই হিসাব নেই! চিকিৎসার কমতি করিনি। যত ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ইঞ্জেকশন, ওষুধ, ভিটামিন সেবন করা লাগে, সবই করেছি। কিন্তু সবই বিফল!

: তারপর...?

: শাইখ, একবার উমরার বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ল। আমার ঘনিষ্ঠ একজন উমরায় গিয়ে আল্লাহর কাছে সন্তান চাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমি উমরায় চলে গেলাম। উমরায় কাবাঘরের পাশে তাওয়াফ করার সময়, মাকামে ইবরাহিমের পেছনে নফল নামাজ পড়ার পর, সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করার সময়, মসজিদে হারামে নামাজের পর, কুরআন তিলাওয়াত করে, জমজমের পানি পান করে আমি আল্লাহর কাছে সন্তানের জন্য দুআ করতে লাগলাম। দুআ কবুলের যত স্থান ও উপায় আছে, কিছুই বাদ রাখলাম না।

: আচ্ছা, তারপর...?

: শাইখ, একদিন এশার নামাজ পড়ে, কুরআন তিলাওয়াত করে আমি মসজিদে হারামের বাবে আবদুল আজিজ গেইট দিয়ে বের হচ্ছিলাম। হঠাৎ করে একজন উঁচা লম্বা, বয়স্ক সুদানি ব্যক্তির সাথে দেখা। লোকটার মুখে সাদা ধবধবে দাড়ি দেখে কী মনে করে আমি তার কাছে দুআ চাইলাম। তাকে বললাম, আজ পঁচিশ বছর যাবৎ আমার কোনো সন্তান নেই। আল্লাহ যেন আমাকে সন্তান দান করেন—সেই দুআ করতে। লোকটা কোনোপ্রকার রাখঢাক ছাড়াই সুদানি স্টাইলের আরবিতে আমাকে বলল, 'আপনি তো বাশার (মানুষ) না; আপনি একটা হাজার (পাথর)!'

: ইয়া আল্লাহ, এই কথা!

: আল্লাহর কসম, শাইখ! সুদানি লোকটার কথাটা আমি নিতে পারিনি; তার কথাটা শোনার পর আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি; আমি সেখানেই মসজিদে হারামে ধপাস করে সিজদায় পড়ে যাই, হাউমাউ করে কান্না করতে থাকি আর বলতে থাকি—'ইয়া আল্লাহ! আমি হাজার (পাথর) না, আমি বাশার (মানুষ)! এই কথাটা বলতে থাকি আর কান্না করতে থাকি। আমার কান্না দেখে অনেক লোক জড়ো হয়ে যায়। তারা মনে করে, কোনো বিপদে পড়ে এভাবে কান্নাকাটি করছি। তারা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকে আর বলতে থাকে, 'হে আল্লাহর বান্দা! উঠো, আল্লাহ তোমার ওপর রহম করবেন, আর কান্না করো না, উঠো!'

আল্লাহর কসম, শাইখ! আমি সিজদা থেকে মাথা উঠাই। চোখের পানিতে আমার দাড়ি আর জামা ভিজে গেছে তখন। আমার তখনই কেন জানি মজবুত একিন হয়ে গেল যে, আল্লাহর ঘরে আমার চোখের পানি নিশ্চয়ই আল্লাহ কবুল করবেন; ফিরিয়ে দেবেন না।

কসম আল্লাহর, শাইখ! উমরা শেষ করে কায়রো ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই আমার স্ত্রী মুচকি হেসে হেসে আমাকে জানালেন—তিনি মা হতে চলেছেন! অথচ, তখন তারও বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি!

শাইখ! এই আমার সেই মেয়ে। আমি মনে করি—মেয়েটি আমার আল্লাহর ঘরে সিজদায় বিসর্জন দেওয়া সেই চোখের পানির ফসল।[১]

১. কাহিনিটা মিসরের খ্যাতিমান দায়ি ও ইসলামিক স্কলার শাইখ মুহাম্মাদ সাওয়ি বলেছেন। শাইখের ইউটিউব চ্যানেলের একটি ভিডিও বয়ান থেকে কাহিনিটা শুনেছি।

মাকবুল দুআর সময়

আল্লাহ তাআলা সময় ও স্থান—সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক। তিনি সব সময় ও স্থান সৃষ্টি করেছেন। তবে এর মধ্যে কিছু বিশেষ সময় ও স্থান এমন রয়েছে যেখানে করা দুআ দ্রুত কবুল হয়। আল্লাহর অনুগ্রহ দেখুন, তিনি এই মূল্যবান মুহূর্তগুলো আমাদের জীবনে বারবার দান করেন। কিন্তু আমরা এগুলোর কদর করি না। আল্লাহ আমাদের কদর করার তাওফিক দান করুন। নিচে দুআ কবুল হওয়ার কয়েকটি সময় উল্লেখ করা হলো—

১. গভীর রাতে জাগ্রত হওয়ার পর

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

তারপর বলবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

"হে আল্লাহ, আমায় মাফ করে দাও।"[১]

২. তাহাজ্জুদের সময়

রাসুলুল্লাহ ﷺ হাদিসে কুদসিতে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَنْ يَّدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَّسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ.

১. সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৫৪।

"কে আছে যে, আমার কাছে দুআ করবে, আমি কবুল করব; কে চাইবে, আমি দেব; কে ক্ষমা চাইবে, আমি ক্ষমা করব।"[১]

৩. আজান হওয়ার সময় ও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের সময়

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ، الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

"দুটি সময়ের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না; আজানের সময় এবং যুদ্ধের সময়।"[২]

৪. আজান ও ইকামতের মধ্যখানে

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

"আজান ও ইকামতের মাঝের সময়ে করা দুআ ফেরত দেওয়া হয় না।"[৩]

৫. ফরজ নামাজের পরে

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ.

"সবচেয়ে বেশি কবুল হওয়ার সময় হলো রাতের শেষাংশ এবং ফরজ নামাজের পরে।"[৪]

৬.সিজদার সময়

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

---

১. সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৪৫।
২. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২৫৪০; সুনানে দারিমি, হাদিস : ১২০০। হাদিসটি সহিহ।
৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৫২১। হাদিসটি সহিহ।
৪. জামিউত-তিরমিজি, হাদিস: ৩৫০৫। হাদিস সহিহ।